দৈনিক বাংলা

তারিখ 06 DEC 1993
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

23

মন্ত্রিপরিষদ বৈঠক সমাপ্ত

আগামী বছরের শেষে দিল্লীতে সার্ক শীর্ষ সম্মেলন

স্টাফ রিপোর্টার ঃ পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের সমন্বয়ে গঠিত সার্ক মন্ত্রিপরিষদের ত্রয়োদশ বৈঠকে ১৯৯৪ সনের নবেম্বর অথবা ডিসেম্বর মাসে দিল্লীতে সার্কের অষ্টম শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

ঢাকায় মন্ত্রিপরিষদের দু'দিনব্যাপী বৈঠক শেষে গতকাল সন্ধ্যায় পররাষ্ট্র মন্ত্রী এএসএম মোস্তাফিজুর রহমান সাংবাদিকদের এই সিদ্ধান্তের কথা জানান। তিনি মন্ত্রিপরিষদের বর্তমান চেয়ারম্যান।

জনাব মোস্তাফিজুর রহমান জানান, মন্ত্রিপরিষদ দু'দিনে তিনটি আনুষ্ঠানিক বৈঠকে মিলিত হয়ে মোট ১৩টি এজেন্ডা নিয়ে আলোচনা করেছে। এছাড়া পররাষ্ট্র মন্ত্রীরা নিজদের মধ্যে একাধিক অনানুষ্ঠানিক বৈঠকে বিভিন্ন ইস্যুতে মত বিনিময় করেছেন বলে তিনি জানান। সব বৈঠক আন্তরিক ও হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে পররাষ্ট্র মন্ত্রী জানান, ভারতীয় প্রতিপক্ষের সঙ্গে তারা শ্রী নরসিমা রাও–এর ঢাকা সফর, চাকমা প্রত্যাবাসন ও পানি ভাগাভাগির সমস্যা নিয়ে অনানুষ্ঠানিক আলোচনা হয়েছে। আলোচনা সম্পর্কে বিশদ জানতে চাইলে তিনি বলেন, চাকমা প্রত্যাবাসনের একটা সময়–সূচী আছে। তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। যেহেতু আমরা কেউই বিশেষজ্ঞ নই, সেহেতু পানি ভাগাভাগির প্রশ্নে আমরা সাধারণ আলোচনা করেছি। খুঁটিনাটি আলোচনা হয়নি। নরসিমা রাও আগামী বছরের কোন এক সময় বাংলাদেশ সফর করবেন।

(৮–এর পৃঃ ২–এর কঃ দ্রঃ)

আগামী বছর শেষে দিল্লীতে সার্ক শীর্ষ সম্মেলন

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

মন্ত্রিপরিষদের আনুষ্ঠানিক বৈঠকের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে পররাষ্ট্র মন্ত্রী জানান যে, আগামী বছরের জুলাই মাসে শীর্ষ সম্মেলনের আগেই ঢাকায় মন্ত্রিপরিষদের আরেকটি বৈঠক হবে।

এই বৈঠকের আগে সার্ক চেয়ারপার্সনের পরামর্শ অনুযায়ী সার্ক দেশগুলির অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রীদের একটি বৈঠকও ঢাকায় অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রী বলেন, বিশ্বব্যাপী মুক্ত অর্থনীতি এবং এর কাঠামোগত পরিবর্তনের সঙ্গে তালমিলিয়ে সার্ক দেশগুলিতে দরিদ্রদের ভাগ্য উন্নয়নের কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্য এই বৈঠকটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হবে।

সাপটা চুক্তির অধীনে সার্ক দেশে উদার বাণিজ্যনীতি গ্রহণের ব্যাপারে আগামী বছরের প্রথমার্ধে ইসলামাবাদে আন্তঃ সরকার গ্রুপ বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে বলে পররাষ্ট্র মন্ত্রী সাংবাদিকদের জানান। সাপটা'র আলোকে বিভিন্ন দেশের মধ্যে বিরাজমান ট্রানজিট সমস্যা নিয়ে কোন আলোচনা হয়েছে কিনা, জানতে চাইলে পররাষ্ট্র মন্ত্রী বলেন, এগুলো দেখার জন্যে কনসালট্যান্ট নিয়োগ করা হবে।

পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রীর সঙ্গে আটকে পড়া পাকিস্তানীদের প্রত্যাবাসনের ব্যাপারে অনানুষ্ঠানিক আলোচনা হয়েছে বলে জনাব মোস্তাফিজ সাংবাদিকদের জানান।

তিনি আরও জানান যে, ইউরোপীয়ান কম্যুনিটির সঙ্গে সার্কের সহযোগিতার ব্যাপারে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে। এই লক্ষ্যে আসিয়ানের সঙ্গে আলোচনা হবে বলে তিনি জানান।

সার্কের বর্তমান মহাসচিব ইব্রাহিম জাকি মালদ্বীপের মন্ত্রী নিযুক্ত হওয়ায় তাঁর জায়গায় নেপালের পররাষ্ট্র সচিব যাদব কান্ত সিলওয়ালকে মন্ত্রিপরিষদ সার্ক মহাসচিব নিযুক্ত করেছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রী জানান, এই নিযুক্তি ১৯৯৪ সনের পয়লা জানুয়ারী থেকে কার্যকর হবে।